অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ০৫-০৩-২০২৪ (পৃঃ ১৬,১৩)

কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় নির্দেশনা

■ সমকাল প্রতিবেদক

কৃষি উৎপাদন বাড়ানো ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) নির্দেশনা দিয়েছে সরকার। অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনা, ফসলি জমি রক্ষা এবং মজুতদারি রোধে তাদের তৎপর হতে বলা হয়েছে। কৃষিপণ্য অবৈধভাবে মজুত করে অসাধু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রমজানসহ বছরের কোনো সময় যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়ে নজরদারি বাড়াতেও নির্দেশ দেওয়া হয়।

গতকাল সোমবার ডিসি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সঙ্গে পৃথক অধিবেশনে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়। এদিকে জেলা প্রশাসকরাও নিজ নিজ জেলার উন্নয়নে নানা প্রস্তাব তুলে ধরেছেন।

ফসলি জমি রক্ষায় সহযোগিতা চান কৃষিমন্ত্রী

ফসলি জমি রক্ষা ও মজুতদারি রোধে জেলা প্রশাসকদের সহযোগিতা চেয়েছেন কৃষিমন্ত্রী আব্দুস শহীদ। গতকাল কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কার্য অধিবেশনে ডিসিদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আবাদি অকৃষি কাজে কৃষিজমির ব্যবহার ন্যূনতম পর্যায়ে আনা এবং উর্বর কৃষিজমি যাতে অধিগ্রহণ করা না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ছাড়া

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তায় নির্দেশনা

[শেষ পৃষ্ঠার পর]
কৃষিকাজের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে তিন ফসলি জমি। মজুতদারি রোধে তদারকি জোরদারের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্য অবৈধভাবে মজুত করে অসাধু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে, সে জন্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে তৎপর থাকতে হবে। পরে মন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, কৃষকরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সে জন্য মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বীজ থেকে চারা না গজালে বা অঙ্কুরোদ্গম না হলে দায়ী ব্যক্তিদের চরম শাস্তি দেওয়া হবে।

রমজানে ৫০ লাখ পরিবারকে চাল দেওয়া হবে

রমজান উপলক্ষে আগামী ১০ মার্চের মধ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ৫০ লাখ পরিবারের মাঝে দেড় লাখ টন চাল বিতরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। তাতে বাজারে স্বস্তি ফিরবে কিনা— এ প্রশ্নে মন্ত্রী বলেন, দেড় লাখ টন চাল ১৫ টাকা কেজি দরে দেওয়া হলে ৫০ লাখ পরিবারকে বাজার থেকে চাল কিনতে হবে না। এতে স্বস্তি আসবে। ডিসিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান। চালের বস্তায় দাম ও জাত লেখার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে কিনা— জানতে চাইলে সাধন চন্দ্র বলেন, '২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পরিপত্র জারি করব বলেছিলাম, কার্যকর করব ১৪ এপ্রিল থেকে। যেসব চাল এখন বাজারে বস্তাবন্দি আছে এবং সিল মারা আছে, সেগুলোর প্যাকেট কেউ পরিবর্তন করবে না। বোরো চাল উঠলে, তখন থেকে এটা কার্যকর হবে।' মজুতবিরোধী অভিযান অনেকাংশে সফল হয়েছে দাবি করে মন্ত্রী বলেন, ডিসিদের কাছে আবেদন জানিয়েছি, নির্দেশনা দিয়েছি, যাতে চালের বস্তার গায়ে জাতের নাম লেখা নিয়ে যে পরিবর্তন এসেছে, সেটা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

কম দামে মাংস-ডিম বিক্রি করবে সরকার

রমজান উপলক্ষে সরকার আগামী ১০ মার্চ থেকে ঢাকার ৩০টি জায়গায় স্বল্প মূল্যে গরু, খাসি ও মুরগির মাংস এবং ডিম বিক্রি করবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী মো. আব্দুর রহমান। ডিসি সম্মেলনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্য অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের মন্ত্রী বলেন, ৬০০ টাকা কেজিতে গরুর মাংস, ৯০০ টাকা দরে খাসির মাংস, প্রক্রিয়াজাত করা ব্রয়লার মুরগি ২৮০ টাকা কেজি এবং প্রতিটি ডিম সাড়ে ১০ টাকা করে বিক্রি করা হবে। ঢাকার ৩০টি স্থানে ট্রাকে করে এসব পণ্য বিক্রি করা হবে। ঈদের আগের দিন পর্যন্ত বিক্রি অব্যাহত থাকবে।

রমজানের পর পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে অভিযান

পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে রমজানের পর সর্বাত্মক অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক। ডিসিদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'আমরা পলিথিনের ব্যবহারকারীদের সঙ্গে বসব। শপিংমল, চালকল ও ময়দার মিল যারা চালান বা অন্যান্য যারা আছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলব, কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করব, তারা যেন পরিবেশবান্ধব পাটপণ্য ব্যবহার করেন। পরে অভিযান চালানো হবে।'

জমি উদ্ধারে সহায়তা চাইলেন রেলমন্ত্রী

জেলা প্রশাসকদের কাছে রেলের জমি উদ্ধার ও প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সহযোগিতা চেয়েছেন রেলমন্ত্রী জিল্লুল হাকিম। বৈঠকে ডিসিরা কী সুপারিশ করেছেন— সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তারা সাতটি প্রস্তাবনা দিয়েছেন। দুটি দিয়েছেন ময়মনসিংহের জেলা প্রশাসক। রেলক্রসিংয়ের জন্য ময়মনসিংহ নগরীতে যানজট হচ্ছে। সেখানে রেললাইনের ওপর দিয়ে দুটি ফ্লাইওভার করার প্রস্তাব এসেছে। এ ছাড়া শার্শায় রেলস্টেশন করার একটি প্রস্তাব রয়েছে। এদিকে নোয়াখালীর রেলপথ লক্ষ্মীপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেল সচিব ড. মো. হুমায়ুন কবীর।

সারাদেশে সড়কে শতাধিক ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত

সড়ক সচিব এ বি আমিন উল্লাহ নুরী বলেছেন, নিরাপদ সড়ক করতে সারাদেশে শতাধিক দুর্ঘটনাপ্রবণ স্পট চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা-উপজেলাগুলোতে যে মনিটরিং টিম আছে, প্রতি মাসে দুইবার সভা করে দুর্ঘটনার কারণ চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বিদেশে থাকায় সচিব প্রতিনিধিত্ব করেন বৈঠকে। এ ছাড়া রাজবাড়ীর সঙ্গে রাজধানীর সরাসরি সংযোগ স্থাপনে পদ্মা নদীর পাটুরিয়া-গোয়ালন্দ পয়েন্টে একটি সেতু নির্মাণে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক প্রস্তাব করেছেন বলে জানান সেতু সচিব মনজুর হোসেন।

দেশি ফল দিয়ে ইফতার করার পরামর্শ

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন রমজানে দেশি ফল দিয়ে ইফতার করার পরামর্শ দিয়েছেন। ডিসিদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, 'সবকিছুতে তো আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ নই। আমাদের আমদানি করতে হয় সেগুলো, আপনাদের বুঝতে হবে। বরই দিয়ে ইফতার করেন না কেন? আঙুর লাগবে কেন, আপেল লাগবে কেন, আর কিছু নেই আমাদের দেশে? পেয়ারা দেন না, প্লেটটা সেভাবে সাজান (দেশি ফল দিয়ে)। প্রধানমন্ত্রী তো বলেই দিয়েছেন, ইফতার পার্টির দরকার নেই। আপনার সংসারকে যেমনভাবে দেখেন, এভাবে দেশটাকেও দেখেন।'

এলাকাভিত্তিক প্রকল্পের প্রস্তাব দিতে পারবেন ডিসিরা

পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. শহীদুজ্জামান সরকার বলেছেন, এখন থেকে জেলা প্রশাসকরা প্রকল্পের জন্য প্রস্তাব দিতে পারবেন। সরকার সেগুলো বিবেচনা করবে। দেশের মানুষ সরকার বলতে মূলত ডিসিদের বোঝে। তাদের কাজগুলোই মানুষের কাছে সরকারের ভালো কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ জন্য তাদের জনবান্ধব হতে অনুরোধ করেছেন তিনি।

'এলাকাবাসীর দাবি বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণ করি'

পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক বৈঠকের পর বলেন, জেলা প্রশাসকরা ২০টি প্রস্তাবনা দিয়েছেন। তবে প্রস্তাবনা পাঠালেই তা নিয়ে কাজ করা যায় না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ হলো ৫০ কোটি টাকার ওপরে কোনো প্রকল্প এলে সেটার সমীক্ষা করা লাগে। এর পর আমরা এলাকাবাসীর দাবি ও নদীভাঙনসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প গ্রহণ করি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জেলা প্রশাসনকে প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

'দুর্নীতি দমনে আগে নিজের ঘর ঠিক করুন'

দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে আগে নিজের ঘর ঠিক করতে বলেছেন দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ। তিনি ডিসিদের বলেন, 'আপনি দুর্নীতিমুক্ত কিনা আগে নিজেকে প্রশ্ন করুন। আপনার অফিস দুর্নীতিমুক্ত কিনা। যদি দুর্নীতিমুক্ত না হয়, দুর্নীতিমুক্ত করুন।' ডিসি সম্মেলনে দুদকের অধিবেশন শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান। তিনি আরও জানান, ডিসিদের বলা হয়েছে, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে যেসব অফিস আছে, সেগুলো দুর্নীতিমুক্ত করার চেষ্টা করুন। নিজের ঘরকে দুর্নীতিমুক্ত করুন, তার পর অন্যান্য দুর্নীতির খোঁজখবর রাখুন। তিনি বলেন, জেলা প্রশাসকদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ আসে দুদক অবশ্যই সেটা আমলে নিয়ে অনুসন্ধান করে। প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনো অভিযোগ পেলে দুদক গুরুত্বের সঙ্গে দেখে না— এমন অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে দুদক চেয়ারম্যান বলেন, এটা সত্য নয়। আমরা প্রশাসন বা অন্য ক্যাডার আলাদা করে দেখি না।